বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নাবী আমন ধান চাষ ও পরিচর্যায় জরুরি করণীয়

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বন্যাত্তোর আমন ধানের পরিচর্যা (আমন ২০২৪)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বন্যাত্তোর আমন চাষের ব্যবস্থাপনা

চলতি আমন মওসুমে দেশের যেসব অঞ্চল বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে এবং জমির ফসল ও বীজতলার চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সকল এলাকায় আমন ধান চাষ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের জরুরি করণীয়ঃ

১) বন্যা উপদ্রুত সকল এলাকায় ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪ এবং আলোক সংবেদনশীল স্থানীয় জাত যেমন-নাইজারশাইল, রাজাশাইল, কাজলশাইল ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরাসরি বপন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গোছাপ্রতি ৪-৫ টি চারা ঘন করে ২০×১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে।

২) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ব্রি ও বিনা উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন- ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, বিনা ধান-৭ এবং বিনা ধান-১৭ সরাসরি বপন পদ্ধতিতে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্যা আক্রান্ত এলাকায় চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কাদাময় জমিতে অংকুরিত বীজ বপন করা ভালো। রোপণ পদ্ধতিতে ধান চাষের ক্ষেত্রে ১২-১৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, এ সকল জাতে উলিখিত বপন সময়ের ক্ষেত্রে নভেম্বরের ১৫-৩০ তারিখ পর্যন্ত প্রজনন পর্যায়ে দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা একটানা ৩-৫ দিন ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে থাকলে ধানের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উল্লেখ্য বন্যা উপদ্রুত কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্বল্প জীবনকালীন জাত এ মুহূর্তে চাষ করা যাবে না।

৩) যেসব এলাকায় বীজতলা করার উঁচু জমি নেই সে সমস্ত এলাকায় ভাসমান বা দাপোগ বীজতলা অথবা ট্রেতে চারা তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। ভাসমান বীজতলার ক্ষেত্রে কচুরিপানা ও মাটি দিয়ে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা করা যেতে পারে। দাপোগ বীজতলার ক্ষেত্রে বাড়ির উঠান বা যেকোন শুকনো জায়গায় কিংবা কাদাময় সমতল জায়গায় পলিথিন, কাঠ বা কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি চৌকোণা ঘরের মত করে প্রতি বর্গমিটারে ২-৩ কেজি অংকুরিত বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরিকৃত ১২-১৫ দিন বয়সের চারা মূল জমিতে প্রচলিত পদ্ধতি বা ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে রোপণ করতে হবে।

৪) বন্যা-উপদ্রুত এলাকার উঁচু জমিতে অথবা নিকটবর্তী যে সমস্ত এলাকায় বন্যা হয়নি সে সব এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বন্যা- উপদ্রুত এলাকায় বন্যার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে চারা বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমন ধানের আবাদ নিশ্চিত করা যায়।

৫) বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার পর যেসব ক্ষেতের ধান গাছ বেঁচে আছে সেসব গাছের পাতায় কাদা বা পলিমাটি লেগে থাকলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭ দিন পর পরিস্কার পানি স্প্রে করে পাতা ধুয়ে দিতে হবে, কিন্তু বৃষ্টি হলে পানি স্প্রে করার প্রয়োজন নেই।

৬) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৮-১০ দিন পর ধান গাছে নতুন কুশি দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৭-৮ কেজি ইউরিয়া এবং ৫-৬ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন। এছাড়াও গাছের বৃদ্ধি পর্যায় বিবেচনা করে অনুমোদিত মাত্রার ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োজন অনুযায়ী উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত সার ব্যবহার করা যাবে না।

৭) বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত আমন ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩ টি কুশি শিকড়সহ তুলে নিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধান ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।

৮) বন্যামুক্ত বা বন্যা উপদ্রুত এলাকায় যেখানে আমন ধানের বেশী বয়সের চারা (সর্বোচ্চ ৬০ দিন বয়স্ক) পাওয়া যাবে তা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গোছাপ্রতি ৪-৫ টি চারা ঘন করে ২০×১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। উল্লেখ্য, শেষ চাষের সময় প্রয়োজনীয় টিএসপি (বিঘা প্রতি ১০ কেজি) ও এমওপি (বিঘা প্রতি ১৪ কেজি) সার প্রয়োগ করতে হবে এবং রোপণের ৭-১০ দিন পর বিঘা প্রতি ২০-২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৯) নাবীতে বপন অথবা রোপণের ক্ষেত্রে ধানের স্বাভাবিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য খরায় আক্রান্ত হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) বন্যা পরবর্তীতে ধান গাছে খোলপোড়া এবং পাতাপোড়া রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারসহ খোলপোড়া রোগ দমনে প্রোপিকোনাজল/নেটিভো/এমিস্টার টপ বিকাল বেলা অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। পাতাপোড়া রোগ দমনে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

১১) বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো এবং বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

নাবী আমন ধান